মাসিক অধিকার বার্তা

COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

৬২ তম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৪২২, জানুয়ারী-২০১৭ পঞ্চম বর্ষ,

## টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিআইসির পরিদর্শন অপরিহার্য

অবকাঠামোগত ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে উন্নয়নমুলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করে ও এই খাতে অনেক টাকা ব্যয় করে। কিন্তু এই ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড খুব বেশি দিন টেকসই হয় না।বছর না ঘুরতেই তার উপযোগীতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজের গুনগত মান বজায় না রেখে কোন রকম দায়সারাভাবেই কাজ সম্পন্ন করা হয়। নেই কোন মনিটরিং ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার প্রচলন যা আছে তার পুরোটাই লাভ লোকসানের হিস্যা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোন বালাই নেই জনগনের মত প্রকাশের ও কোন সুযোগ নেই।প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি আছে শুধু কাগজে কলমে, পরিদর্শন করা তো দুরের কথা সদস্যরা জানে ও না যে তারা ঐ কমিটির সদস্য।

চলমান এই ধারার পরিবর্তন করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর তথা ইউনিয়ন পরিষদের বিবিধ কর্মকান্ডের সাথে জনসম্পৃক্তা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। গতানুগতিক এই চর্চার পরিবর্তন আনতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পটি ভোলা জেলার ১২টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে কাজ করছে।

প্রকল্পটি তৃণমূলের সাধারন মানুষদের সমন্বয়ে জনসংগঠন তৈরি করেছে যারা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে করতে নিজেদের দক্ষ করে তুলেছে। ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে তারা নিজেদের সম্পৃক্ত করছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ বিনির্মানে অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে।তারই প্রমান মেলে জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা যখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জনগুরুত্বপুর্ন কমিটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসান নগর ইউনিয়ন।নদীর তীরবতী ও নদী ভাঙ্গা কবলিত ইউনিয়ন হওয়ায় অবকঠামোগত সমস্যাটি বেশ প্রকট। প্রকল্পটি এই ইউনিয়নে কাজ শুরু করার পর থেকেই ইউনিয়ন পরিষদকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চায় অভ্যস্থ করে তুলতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহন করে, তার মধ্যে ওয়ার্ড সভা অন্যতম। জনগনের দাবির প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদকে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি গৃহীত প্রকল্পের গুনগত মান বজায় রাখতে যথা নিয়মে সাধারন নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহন করাও প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গত ৪/২/২০১৭ তারিখে ৪০দিনের কর্মসূচি থেকে প্রায় ৩৩৬০০০ টাকার বরাদ্দ স্বাপেক্ষে ৭নং ওয়ার্ডের তরিকের পোল থেকে ভৈরব গঞ্জ মাদ্রাসা পর্যন্ত ২ কি: মি: কাচা রাস্তাটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকেই। কাজের গুনগত মান বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাধারন নাগরিকদের অংশগ্রহনে ইউনিয়ন পরিষদ যথা নিয়মে পিআইসি গঠন করে। পিআইসি



পিআইসি সদস্যদের চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন

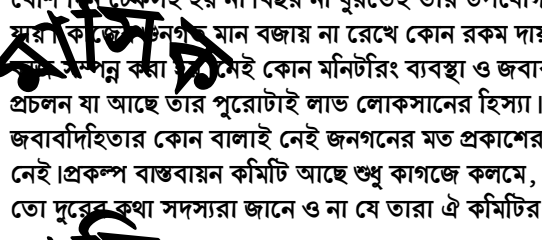

সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে যেমন- মাটি ফেলার পরিমান কম কোন রকম মাটি ফেলা হচ্ছে যেখানে ২০ ইঞ্চি উচ্চতায় মাটি ফেলার কথা সেখানে ফেলা হচ্ছে মাত্র ১০ ইঞ্চি পরিমান উচ্চতায়। রাস্তার দুই পাশ বাধাই করার কথা থাকলেও তা বাধাই করা হচ্ছে না।কর্মসুচি বাস্তবায়নের স্থানে কোন প্রকার সাইনো বোর্ড লাগানো হয়নি।

প্রাপ্ত সমস্যা সমুহ পিআইসির পক্ষ থেকে দায়িত্বরত ট্যাগ অফিসারকে(উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা) অবহিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়।তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ট্যাগ অফিসার গত ৭/০২/২০১৭ তারিখ চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং গুনগত মান বজায় রেখে কাজ করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে রাস্তার দুই পাশে বাধাই করে মাটি ফেলা হচ্ছে,যে সকল জায়গায় মাটি কম পড়েছে সেখানে আবারো মাটি ফেলা হচ্ছে।চলমান কার্যক্রমটি পিআইসির সদস্যরা এখন নিয়মিত পরিদর্শন করছেন।

ইউনিয়ন জনসংগঠন সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম মনে করেন কাজের গুনগত মান বজায় রাখতে হলে নিয়মিত পরিদর্শনের কোন বিকল্প নেই। আমাদের জনসংগঠনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ ৭ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পাদক সহিদ মাঝিকে উক্ত পিআইসির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করেছে।

এ ব্যাপারে সহিদ মাঝি বলেন আমরা যেভাবে পরিদর্শন পরবতীতে ব্যবস্থা নিয়েছি এভাবে নিতে পারলে কাজের গুনগত মান থাকবে এবং অনেকদিন টেকসই হবে।

হত-দরিদ্রদের দোড়গোরায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নকশিকাথা বিষয়ক প্রশিক্ষন কার্যক্রম চলমান

## দক্ষ জনশক্তি রুপান্তরের লক্ষে জনসংগঠনের নিরন্তন প্রচেষ্টা

মানুষ যদি তার কর্মক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ পায়,সে যদি আত্নশক্তিতে বলীয়ান হয়, তাহলে সে নিজেই তার ভাগ্যোন্নয়নের দায়িত্ব নিতে পারে এবং নিজ ভবিষ্যতের কারিগর হতে পারে।এ চেতনাবোধ থেকে জনসংগঠন এর নেতৃবৃন্দ সমাজে অবস্থানরত হত দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের উজ্জীবীত ও সু-সংগঠিত করছে।কেননা একজন দক্ষ মানুষ অন্যের সহায়তার উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই আত্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজের জীবনের হাল নিজেই ধরতে পারে।

জনসংগঠনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভোলা জেলায় দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নের শত শত নারী ও পুরুষ আত্নকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্ননির্ভরশীল হয়ে উঠছে এবং পারিবার ও সামাজে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করছে।

প্রচলিত ধারায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ ধরনের প্রশিক্ষনের আয়োজন সাধারনত উপজেলা পর্যায়েই সীমাবব্ধ থাকে। কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগীরাই তা সর্বদা ভোগ করে আর বাৎসরিক যে লক্ষ্য পুরনের কাজ তা কাগজে কলমেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে ।লোকবলের

ঘাটতি, বাজেটের স্বল্পতা এবং আগ্রহী প্রশিক্ষনার্থীদের অভাব প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতাকে উল্লেখযোগ্য কারন হিসেবে দায়ী করে দায়িত্বপ্রাপ্তরা। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তৃনমুলের সাধারন মানুষের দোড়গোরায় এই সেবা আর পৌছায়না ।

সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এই বিশাল অংশটিকে উৎপাদনমুখী ও দক্ষ করে উন্নয়নের মুল ধারায় সক্রিয় করে তুলতে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন বাড়াতে জনসংগঠন নেতৃবৃন্দ তৃনমুলের সাধারন নারী পুরুষের মাঝে এই সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য ও তার গুরুত্ব ছড়িয়ে দিচ্ছে।উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্বাপেক্ষে তারা আগ্রহী প্রশিক্ষনার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করছে,৪০ জনের সমন্বয়ে ছোট ছোট দল সৃষ্টি করে ওয়ার্ডের মাঝামাঝি স্থানীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের বাস্তবমুখী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনের আয়োজন করছে।তৃনমুলের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সাধারন নারী পুরুষরাই উক্ত প্রশিক্ষনগুলোতে অংশ নিচ্ছে। প্রশিক্ষিন পরবর্তীতে এই সকল প্রশিক্ষিত নারী ও পুরুষরা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয় কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে যেমন-সেলাই কাজ,হাস মুরগী পালন,গবাদি পশু মোটাতাজাকরন ,মোবাইল সার্ভিসিং ,নার্সারী ও বেকারীজাত খাবার প্রস্তুত ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে। কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সুবিধা বঞ্চিত অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের লক্ষে কোস্ট দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের কর্মএলাকার আওতাধীন ভোলা জেলার ৫টি উপজেলার মোট ১২টি ইউনিয়নে জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিয়ন গুলোতে দক্ষ জনসংগঠনের অগ্রনী ভুমিকায় ইতিমধ্যে প্রায় ৮ শতাধিক নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইতিবাচক ভুমিকা রাখছে।যার ফলশ্রুতিতে তৃনমুলের সাধারন মানুষের কাছে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষনগুলোর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকহারে ।

তারই প্রমান মেলে লালমোহন উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, সুত্রমতে জানা যায় বিগত বছরের তুলনায় এ বছর প্রশিক্ষনের চাহিদা অত্যান্ত বেশি। আগে সারা বছরে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পর্যায়ে এই ধরনের প্রশিক্ষন আয়োজন যেখানে মোটেই সম্ভব ছিলো না সেখানে উপজেলার মোট বরাদ্দের ১২টির মধ্যে ৯টি প্রশিক্ষনের সিডিউল ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে যা আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।এবং প্রতিটি প্রশিক্ষন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। লালমোহন উপজেলার জন্য আরো ৬টি প্রশিক্ষন এর বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ইতিমধ্যে জেলা পর্যায়ে সুপারিশ প্রেরন করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব তুষার কান্তি দে বলেন,জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এভাবে মুখ্য ভুমিকা পালন না করলে প্রান্তিক জনসাধারনের দোড়গোরায় এই সেবা কখনো পৌছানো সম্ভব হতো না। চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতাধীন ইউনিয়নগুলোতে মোট ২২টি প্রশিক্ষন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে দক্ষ জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হত দরিদ্রদের গবাদি পশু মোটাতাজাকরন বিষয়ক প্রশিক্ষন কার্যক্রম

## অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দরিদ্র হান্নানের যাত্রা শুরু।

ভোলার লালমোহন উপজেলার ৯নং লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের প্যায়ারীমোহন গ্রামের তিনাগাজী খালের উত্তর পাড়ে ছোট একটি টিনের ঘরে হান্নান মিয়া স্বপরিবারে বসবাস করেন।পরিবারে ছয় জন সদস্য স্বামী, স্ত্রী আর দুই ছেলে,দুই মেয়ে তার মধ্যে তিনজন বর্তমানে পড়াশুনা করছে,বর্গা জমি চাষ করে পরিবার ও ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়,তাই মাঝে মধ্যে

গরুর পরিচর্যায় ব্যস্ত হান্নান, পরিশ্রম করেই নিজের উন্নয়ন করতে চন

দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের খরচ বহন করতে হয়।

লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ গত ১৪/১১/২০১৬ তারিখ ১১টি হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে তৃতীয়বারে মত হত দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বিনা সুদে ঋণ বিতরন করে।ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম মিয়া পরিবারগুলোর মাঝে আলাদাভাবে অলাদাভাবে মোট ৬০,০০০টাকার চেক বিতরন করে।

এর আগে এই হত দরিদ্র উন্নয়ন তহবিল থেকে অনেকেই বিনা সুদে ঋন নিয়ে গরু লালন পালন সহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার পথে অনেক দুর এগিয়েছে।যা অনেককেই অনুপ্রানিত করেছে ও উৎসাহ যুগিয়েছে।তাদের মধ্যে হান্নান একজন। হান্নান পরিশ্রম করেই নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায় গরু লালন পালনের মধ্য দিয়ে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে চায়। কিন্তু মুলধন খুজে পাওয়া অনেক কষ্ট লাভ ছারা কেউই কাউকে টাকা পয়সা দেয়না।

জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তহবিল ব্যাবস্থাপনা কমিটির যাচাই বাছাই এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা অনুসরন করে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ বিনা সুদে ঋণ বিতরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।সেই তালিকায় হান্নানের নামটি অপেক্ষমান তালিকায় ছিলো।হান্নান লোনের প্রাপ্ত ৫০০০/=টাকার সাথে নিজের সঞ্চিত আরো ১৩০০০ টাকা সহ মোট ১৮০০০/=টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন।

বিলবোর্ডের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের উন্নয়নের তথ্য জানতে পারছে

তিনি আশা করেন এক বছর ঠিকমত গরুটি লালন পালন করলে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা বিক্রি করা যাবে। স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন চোখে নিয়ে হান্নান তার যাত্রা শুরু করে এবং সেই স্বপ্ন পুরনে অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে।

## স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিল বোর্ড এর ব্যবহার।

ভোলা জেলায় দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের আওতাধীন ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করনের অংশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পিত কাজের নাম, উৎস, সম্ভাব্য ব্যয় এর পরিমান , খাত এবং ওয়ার্ড নাম্বার এবং মোট বাজেট ও অবকাঠামোখাতে উন্নয়ন বাজেট সংবলিত বিলবোর্ড বিভিন্ন জনগুরুত্বপুর্ন স্থানগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিয়নের সাধারন জনগন এই এক বছরে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে কি কি উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং কত টাকা খরচ হবে তা খুব সহজেই জানতে পারছে এবং এই পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কিনা তার খোজ খবরও নিচ্ছে।

জনগনের জ্ঞাতার্থে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতায় ইউনিয়ন গুলো এই ধরনে তথ্য প্রকাশের উদ্যেগ নিয়েছে। এই ধরনের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগকে ইউনিয়নের সাধারন জনগন ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির লক্ষন হিসেবেই দেখছেন।

তারা মনে করছে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানসিকতা যে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা ও তার একটা প্রমান।

এ প্রসংগে ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের ইউনিয়ন জনসংগঠনের সহ-সভাপতি মো: জামাল উদ্দিন বলেন বিল বোর্ডের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলো যেমন মানুষ জানতে পারছে তেমনি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হলে আবার তারা তার কারনগুলো ও তারা ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাইছে।আমি অনেকবারই দেখেছি মেম্বার ও চেয়ারম্যান এর কাছে অনেকেই জানতে চাইছে পরিকল্পনা আছে, বাজেটও রেখেছেন, বরাদ্দ ও এসেছে আথচ কাজ শুরু করছেন না কেন?

হাসান নগর ইউনিয়ন জনসংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনে করেন এক বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো এখন সবার সামনে দৃশ্যমান। প্রতিদিনই সকলে তা দেখে, আলোচনা করে, মতামত দেয় ফলে ইউনিয়ন পরিষদ এক ধরনের চাপের মধ্যে থাকে এবং জনগনের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যেগ নিতে বাধ্য হয়।

| কাজের নাম | লক্ষ্য | অর্জন |
|---|---|---|
| ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা | ৭২ | ৭২ |
| ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা | ৮ | ৮ |
| ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা | ৩২ | ৩২ |
| মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা | ১ | ১ |

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

**মোঃ আবুল হাসান**
**প্রকল্প সমন্বয়কারী**
**কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প**
**প্রকল্প কার্যালয়-**
**১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।**
**ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬**
**hasan@coastbd.net www.coastbd.net**